বিভাগ - ক

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
[What are the main characteristics of the Federal System of India.]

উত্তর। **ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ**

ভারতের শাসনব্যবস্থা কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও সংবিধানে 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। সংবিধানের ১(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, *India, that is Bharat, shall be a Union of States.* এখানে 'ইউনিয়ন' শব্দটি 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দের সমার্থক না-হওয়ায় অনেকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে 'একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' বলতে চাননি। সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর বলেছেন যে, অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে, যেহেতু চুক্তি দ্বারা অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেনি, সেহেতু অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার এই ব্যবস্থায় নেই।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(১) **লিখিত সংবিধান** : ভারতের সংবিধান গণপরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত এবং ভারতের সংবিধান— লিখিত সংবিধান। ভারত শাসন পরিচালনা বিষয়ে এটি একটি লিখিত দলিল। এতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) **সংবিধানের প্রাধান্য** : ভারতে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। এখানে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান-নির্দিষ্ট এক্তিয়ার ভঙ্গ করতে পারে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য— উভয়

সরকারকেই সংবিধানে বর্ণিত নির্দিষ্ট এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে ভারতের সংবিধান হল সমস্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের উৎস।

(৩) **সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণ** : ভারতের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে সুপরিবর্তনীয় বা সম্পূর্ণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। বরং উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। সংবিধানে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যেগুলি সংসদ দ্বারা এককভাবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংশোধিত হয়। তবে যেসব বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলি রাজ্য আইনসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। ফলে, সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তা— উভয় ব্যবস্থাই আছে।

(৪) **কেন্দ্রপ্রবণতা** : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রপ্রবণতা। এখানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে এবং সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় তথা জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

(৫) **কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়** : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল— কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন। ভারতেও সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য থাকলেও অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে যেসব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় কেন্দ্রই কেবল শক্তিশালী রাষ্ট্র নয়, এখানে অঙ্গরাজ্যগুলিও শক্তিশালী অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে যেমন সহযোগিতা করে, তেমনি কোনো অঞ্চল বা অঙ্গরাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ দেখা দিলে উভয় সরকারই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেয়। তাই বলা যায় যে, ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

(৬) **ক্ষমতা বণ্টন** : যুক্তরাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা বণ্টন। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছে। অর্থাৎ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। তিনটি তালিকা দ্বারা এই ক্ষমতাসমূহ বণ্টিত হয়েছে। যথা— কেন্দ্রীয়-তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলি দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ক্ষমতা প্রয়োগের এক্তিয়ার ভোগ করে। আবার যুগ্ম তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য— উভয়ই সমক্ষমতার অধিকারী।

(৭) **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত** : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় আদালত থাকে। ভারতে এইরূপ আদালত হল সুপ্রিমকোর্ট। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা সুপ্রিমকোর্টই করে থাকে। অর্থাৎ, সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যাপারে কেন্দ্র ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাধলে অথবা কেন্দ্রের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্যের ক্ষমতা-বণ্টনের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট তা নিষ্পত্তি করতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টের নিকট থেকে রাষ্ট্রপতি পরামর্শ নিতে পারেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা, তার প্রায় সবগুলিই ভারতে রয়েছে। তাই, ভারতকে একটি 'যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করা যায়। ভারতের

ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করতে পারে না। ... সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে কোনো বিভাজন করা হয়নি।

প্রশ্ন : ৩। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলি কী?
[What are the reasons for the centralising tendency in Indian Federation?]

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ

সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বিশ্বের সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবল ঝোঁক। *অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার* এই প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অর্থনৈতিক মন্দা, উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব প্রভৃতি কারণে একসঙ্গে চলার নীতি গ্রহণ না-করলে সার্বিক দিক থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। অপরদিকে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধির ও শক্তিবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ভারতেও এইরূপ নানা কারণে কেন্দ্রপ্রবণতা লক্ষণীয়। এই কারণগুলি হল—

প্রথমত, ভারত স্বাধীনতা লাভ করে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। যথা— ভারত ও পাকিস্তান। এই দেশভাগ বহু জটিল সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে মজবুত করার। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়েই কেন্দ্রপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল— ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। প্রত্যেক দেশের সংবিধানেই সেই দেশের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের একটি ছাপ থাকে। আসলে রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে কোনো দেশ তার সাংবিধানিক ইমারত গড়ে তুলতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন পর্যন্ত দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে নবভারতের সংবিধান-রচয়িতাগণ ধরে রেখেছেন।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতালাভের আগে থেকেই দেশের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হলে দেশের স্বার্থ বিপদের সম্মুখীন হবে সন্দেহ নেই। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নানারূপ বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ বিপন্ন হলে দেশের অগ্রগতিও ব্যাহত হতে বাধ্য। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার কথা সংবিধান-প্রণেতাগণ ভেবেছিলেন।

চতুর্থত, স্বাধীনতালাভের সময় ভারত ছিল পৃথিবীর অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কারণে প্রথম থেকেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সমগ্র ভারতে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে যেমন বাধা কম আসবে, তেমনি পরিকল্পনামতো সমগ্র ভারতেই উন্নয়নের সমবণ্টন সম্ভব হবে। এইসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনা ও তার সুফল প্রাপ্তির জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উল্লেখযোগ্য

যে, ভারতে পরিকল্পনা কমিশন যেসব বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে, তার ফলে কেন্দ্রপ্রবণতাও বেড়েছে।

পঞ্চমত, ভারতের জনকল্যাণমূলক আদর্শ— কেন্দ্রপ্রবণতা বাড়িয়েছে। কারণ, জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেমন— তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেসব কমিশন বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ করা হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ওইসব কমিশন সকল রাজ্যের জন্য একই ধরনের সুপারিশ করেছে। এর ফলে কেন্দ্রপ্রবণতা যথেষ্ট বেড়েছে।

ষষ্ঠত, কোনো যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার একটি অন্যতম কারণ হল— যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সক্রিয়তা। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির কারণে কেন্দ্রপ্রবণতা বিশেষভাবে বেড়েছে। কোনো দেশের জনগণই চায় না নিজের দেশ, অপর দেশের কাছে মাথা নীচু করুক। ভারতও যতবার এই ধরনের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, ততবারই জাতীয় দেশপ্রেম কেন্দ্রীয় শক্তিকে শক্তিশালী করেছে। উদাহরণ হিসাবে— ১৯৬২ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ প্রভৃতি পরিস্থিতির কথা বলা যায়।

সপ্তমত, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে দুটি ভয়ংকর সমস্যা হল— সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উন্মাদনা। অর্থাৎ, স্বাধীনতার আগে থেকেই এই ভয়ংকর প্রবণতা ভারতের রাজনৈতিক পরিকাঠামোকে দুর্বল করে ফেলে। দ্বিখণ্ডিত হলেও ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের একেবারে অবসান ঘটেনি; বরং একই সূত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জাতীয় ঐক্য-বিরোধী এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সংবিধান-প্রণেতাগণ কেন্দ্রীয় শক্তি সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে *মরিস্-জোনস্* মন্তব্য করেছেন যে, স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হল— বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করা। অতএব, ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার একটি অন্যতম কারণ হল— সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভাষাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনীয়তা।

অষ্টমত, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে একে একে ঘটেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি। সমগ্র দেশ জুড়ে শিল্পায়ন ঘটেছে এবং দ্রুত ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, একই সঙ্গে ঘটেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশাল উন্নতি। সমগ্র দেশ জুড়ে এই অভাবনীয় উন্নতির ফলে একটা জাতীয় গৌরব সার্বিক দিক থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

নবমত, ভারতে কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্থা— কেন্দ্রপ্রবণতার জন্য অনেকখানি দায়ী। ভারতে কেন্দ্রীয় আদালত তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত— সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছেন, যা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে আরও সাবলীল করে তুলেছে।

দশমত, সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি দেশকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আসতে হচ্ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিকতায় বিনিময়ের ধারাটি বিবেচ্য হয়ে পড়েছে। এই ক্রমপ্রসারিত আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা— কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

একাদশত, অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্যগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রাজ্যের সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ খুবই কম, যা দিয়ে রাজ্য তার নিজের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে না। রাজ্য তার পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়। রাজ্যের অর্থনৈতিক

সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝো?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং সংবিধানে উল্লিখিত বিধি দ্বারা উভয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করে।

প্রশ্ন : ২। ভারতকে একটি "আধা-যুক্তরাষ্ট্র" বলে কে অভিহিত করেছেন?

উত্তর। অধ্যাপক কে.সি. হোয়ার ভারতকে একটি "আধা-যুক্তরাষ্ট্র" বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন : ৩। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) দু-প্রকার সরকারের অবস্থিতি— কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকার।
(খ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
(গ) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।
(ঘ) দু-ধরনের সরকারের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান।
(ঙ) দ্বি-নাগরিকতা প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ৪। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী-কী?

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) দু-ধরনের সরকারের অবস্থিতি— কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার।
(খ) লিখিত সংবিধান।
(গ) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত— সুপ্রিমকোর্ট।
(ঘ) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা— উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা।
(ঙ) এক-নাগরিকত্ব প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন : ৬। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি কয়টি ও কী-কী?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি দুটি। যথা—

প্রশ্ন : ১৪। *ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কয়েকটি কারণ হল—

(ক) দেশভাগজনিত সমস্যা, (খ) যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, (গ) ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, (ঘ) জনকল্যাণমূলক আদর্শ স্থাপন প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ১৫। *ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকত্বের প্রকৃতি কী?*

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বি-নাগরিকত্বের স্বীকৃতি। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এক-নাগরিকত্বের নীতিটি গৃহীত হয়েছে। এর কারণ হল, জাতীয় সংহতি বা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা।

প্রশ্ন : ১৬। *ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ২৬৩নং ধারায় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭। *আন্তঃরাজ্য পরিষদ কখন গঠন করা হয়?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ২৬৩নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিশেষ কোনো কারণে বা জনস্বার্থ-সম্পর্কিত বিশেষ পরিস্থিতিতে আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৮। *বর্তমানে বিদ্যমান দুটি আন্তঃরাজ্য পরিষদের নাম লেখো।*

উত্তর। বর্তমানে ভারতে দুটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ হল—

(ক) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ (The Central Council of Health),

(খ) কেন্দ্রীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিষদ (The Central Council of Local Self-Government)।

প্রশ্ন : ১৯। *ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ২৮০নং ধারায় অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২০। *অর্থ কমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করো।*

উত্তর। অর্থ কমিশনের কাজ হল—

(ক) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত কর-রাজস্বের কে কত অংশ পাবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন্ রাজ্য কত অংশ পাবে, তা অর্থ কমিশন স্থির করে।

(খ) ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন্ রাজ্য কতখানি অর্থ অনুদান হিসাবে পাবে, সে বিষয়ে অর্থ কমিশন নীতি নির্ধারণ করে।

প্রশ্ন : ২১। *আঞ্চলিক পরিষদ কাদের নিয়ে গঠিত হয়?*

উত্তর। আঞ্চলিক পরিষদ যাদের নিয়ে গঠিত হয়, তারা হলেন—

(ক) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা অন্য কোনো মন্ত্রী, যিনি রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন।

(খ) যে অঞ্চলে এই পরিষদ গঠিত হবে, সেই অঞ্চলের অন্তর্গত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং ওই রাজ্যগুলির প্রতিটি রাজ্য থেকে রাজ্যপাল দ্বারা মনোনীত দু-জন করে মন্ত্রী।

(ক) একত্রীকরণ পদ্ধতি।
(খ) বিভক্তিকরণ পদ্ধতি।

প্রশ্ন : ৭। *যুক্তরাষ্ট্র গঠনে একত্রীকরণ ও বিভক্তিকরণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি হল দুটি। যথা— একত্রীকরণ পদ্ধতি এবং বিভক্তিকরণ পদ্ধতি। 'একত্রীকরণ' বলতে বোঝায় কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হওয়াকে। আবার, যখন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে, তখন তাকে 'বিভক্তিকরণ' পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন : ৮। *ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধান লিখিত। তা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে।

প্রশ্ন : ৯। *ভারতের সংবিধানের ১(১)নং ধারায় কী বলা হয়েছে?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ১(১)নং ধারায় বলা হয়েছে *India, that is Bharat, shall be a Union of States.* অর্থাৎ, ভারতকে রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১০। *যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দু-ধরনের সরকারের প্রকৃতি কীরূপ?*

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দু-ধরনের সরকারের বিপরীতমুখী রূপ পরিলক্ষিত হয়। *প্রথমত,* উভয়প্রকার সরকারই চায় জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে এবং *দ্বিতীয়ত,* অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের পৃথক অস্তিত্ব ও নিজস্বতা বজায় রাখতে চায়।

প্রশ্ন : ১১। *ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য কীভাবে স্বীকৃত হয়েছে?*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে সংবিধানে বর্ণিত বিভিন্ন ধারায়। যেমন—

(ক) সংবিধানে বলা হয়েছে, সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part-III) উল্লিখিত মৌলিক অধিকার বিরোধী কোনো আইন রচিত হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্য— প্রতিটি সরকারেরই কাজের উৎস হল সংবিধান।

(গ) রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের আগে সংবিধান মেনে কাজ করার শপথ নেন।

প্রশ্ন : ১২। *ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মূলত কয় ধরনের সরকার দেখা যায়?*

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মূলত তিন ধরনের সরকার দেখা যায়—
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার,
(খ) প্রাদেশিক সরকার বা রাজ্য সরকার এবং
(গ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য সরকার।

প্রশ্ন : ১৩। *কবে এবং কততম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা দিল্লিকে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল' নাম দেওয়া হয়?*

উত্তর। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ৬৯-তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা দিল্লিকে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল' নাম দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : ২২। *আঞ্চলিক পরিষদের দুটি কাজ উল্লেখ করো।*

উত্তর। আঞ্চলিক পরিষদের দুটি কাজ হল—

(ক) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত-সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে বা নদীর জলবন্টন নিয়ে যদি রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সেইসব বিরোধের মীমাংসা করে আঞ্চলিক পরিষদ।

(খ) কোনো আঞ্চলিক পরিষদ এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা রচনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন : ২৩। *আন্তঃরাজ্য পরিষদের দুটি কাজ উল্লেখ করো।*

উত্তর। আন্তঃরাজ্য পরিষদের দুটি কাজ হল—

(ক) রাজ্যগুলির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করা এবং সেই বিরোধ মীমাংসার জন্য পরামর্শ (advising) দেওয়া।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান করা ও তার বিশ্লেষণ করা।

প্রশ্ন : ২৪। *ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় হল—

(ক) ভারতের প্রতিরক্ষা, (খ) কূটনৈতিক বিষয়, (গ) পারমাণবিক শক্তি এবং (ঘ) আন্তঃরাজ্য নদী-উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।

প্রশ্ন : ২৫। *ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত রাজ্য তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত রাজ্যতালিকাভুক্ত চারটি বিষয় হল—

(ক) জনশৃঙ্খলা, (খ) জেল, (গ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং (ঘ) কৃষিজমির ওপর এস্টেট কর।

প্রশ্ন : ২৬। *ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত যুগ্ম তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত যুগ্ম তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় হল—

(ক) ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা, (খ) ফৌজদারি আইন, (গ) বিদ্যুৎ এবং (ঘ) শিক্ষা।

প্রশ্ন 13. ভারতীয় সংবিধানে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কীভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে?

Topic – 3

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা বণ্টন'। ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আইন বিষয়ক ক্ষমতাও বণ্টন করা হয়েছে। **সংবিধানের সপ্তম তপশিল** (Seventh Schedule) **এবং ২৪৫-২৫৫ ধারায় আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।** সপ্তম তপশিল সংযোজিত তিনটি তালিকা হল ① **কেন্দ্রীয় তালিকা** (Union List) ② **রাজ্য তালিকা** (State List) এবং ③ **যুগ্ম তালিকা** (Concurrent List)।

প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে এবং তৃতীয় তালিকায় যুগ্মভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়নের বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০টি। এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থা, বিমান, রেল ও জাহাজ চলাচল, নাগরিকতা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র সংসদের রয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬১। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, ভূমিরাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি। রাজ্য এককভাবে এই বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের অধিকারী।

বর্তমানে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল ৫২। যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, ফৌজদারি আইনবিধি, সামাজিক বীমা, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বলা যায়, যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু এই যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রের প্রণীত আইনের সঙ্গে রাজ্যের আইনের বিরোধ বাধলে রাজ্যের আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এই ক্ষমতা বণ্টন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যতই বিস্তারিতভাবে তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা যাক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় তালিকাগুলিতে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এজন্য সংবিধানের ২৪৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা বা রাজ্য তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি সেসব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রের অধিকারে থাকবে। অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের।

9. কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক-এর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়াও কেন্দ্রীয় অনুদান, ঋণগ্রহণ এবং অর্থ কমিশনের মাধ্যমেও কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টন দুটি পৃথক তালিকার মাধ্যমে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকায় কর ধার্য করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। রাজ্য তালিকায় এই ক্ষমতা রাজ্য-আইনসভার হাতে ন্যস্ত। দুটি তালিকার বাইরে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ পার্লামেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো যুগ্ম তালিকা রাখা হয়নি।

- **কেন্দ্র তালিকা:** কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ১৩টি রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়কর (কৃষি-আয় ছাড়া), কোম্পানি কর, উৎপাদন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে সম্পূর্ণ ভোগ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সংগৃহীত অর্থের আংশিক বা সামগ্রিক অংশ রাজ্যকে দেওয়া হয়।

- **রাজ্য তালিকা:** রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার একক ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয়ের ওপর কর, কৃষি জমির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কর, রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের অন্তঃশুল্ক, বিদ্যুৎ কর, আমোদপ্রমোদ ও যানবাহন কর ইত্যাদি।

- **অন্যান্য ব্যবস্থা:** কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুদানের একটি কার্যকরী ভূমিকা দেখা যায়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের দুটি ক্ষেত্র আছে—① নির্দিষ্ট সাহায্য ② সাধারণ সাহায্য। এ ছাড়া সংবিধানের ২৯২ নং ধারায় কেন্দ্রকে দেশ ও বিদেশ থেকে ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই ঋণগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে বিদেশি পুঁজি লগ্নির ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে সম্প্রতি নতুন আর্থিক নীতিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের পর কেন্দ্রীয় প্রবণতার চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের।

প্রশ্ন **9.** কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক-এর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়াও কেন্দ্রীয় অনুদান, ঋণগ্রহণ এবং অর্থ কমিশনের মাধ্যমেও কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টন দুটি পৃথক তালিকার মাধ্যমে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকায় কর ধার্য করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। রাজ্য তালিকায় এই ক্ষমতা রাজ্য-আইনসভার হাতে ন্যস্ত। দুটি তালিকার বাইরে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ পার্লামেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো যুগ্ম তালিকা রাখা হয়নি।

- **কেন্দ্র তালিকা:** কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ১৩টি রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়কর (কৃষি-আয় ছাড়া), কোম্পানি কর, উৎপাদন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে সম্পূর্ণ ভোগ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সংগৃহীত অর্থের আংশিক বা সামগ্রিক অংশ রাজ্যকে দেওয়া হয়।

- **রাজ্য তালিকা:** রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার একক ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয়ের ওপর কর, কৃষি জমির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কর, রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের অন্তঃশুল্ক, বিদ্যুৎ কর, আমোদপ্রমোদ ও যানবাহন কর ইত্যাদি।

- **অন্যান্য ব্যবস্থা:** কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুদানের একটি কার্যকরী ভূমিকা দেখা যায়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের দুটি ক্ষেত্র আছে—① নির্দিষ্ট সাহায্য ② সাধারণ সাহায্য। এ ছাড়া সংবিধানের ২৯২ নং ধারায় কেন্দ্রকে দেশ ও বিদেশ থেকে ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই ঋণগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে বিদেশি পুঁজি লগ্নির ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে সম্প্রতি নতুন আর্থিক নীতিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের পর কেন্দ্রীয় প্রবণতার চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।

প্রশ্ন **10.** ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করো।